

﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

সংকলনে

ডা. মো. মোশাররফ হোসেন

এমবিবিএস, ডিএ.

সম্পাদনায়: ড. মো. আব্দুর রশিদ

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ,
নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুস সুন্নাহ

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুস সুন্নাহ
কাটাখালী (দেওয়ান পাড়া মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী
তৃতীয় সংস্করণ: জুন ২০১৭ ঈসায়ী

বিনিময় মূল্য: ৩০ (ত্রিশ) টাকা।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন	৫
২.	সুন্নাহ (হাদীস) যার মাধ্যমে রসূলের ইত্তেবা করা হয়।	৭
৩.	ওয়াহী মাতলু হলো কুরআন মাজীদ। আর ওয়াহী গায়র মাতলু হলো সুন্নাহ বা হাদীস।	৯
৪.	সুন্নাহ (হাদীস) হলো কুরআনের ব্যাখ্যা	৯
৫.	কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা	১১
৬.	কিতাবুল্লাহ (কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ বা হাদীস) শিক্ষা করা	১৩
৭.	কুরআন ও হাদীসের বাইরে যে আমল করা হয়, তা পরিত্যাজ্য।	১৫
৮.	কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীস) ছাড়া আমল বিদ'আত, আর বিদআত হল ভ্রষ্টতা, আর ভ্রষ্টতা হল জাহান্নামের পথ।	১৬
৯.	কুরআন ও সুন্নাহই নাজাতে'র অসীলা, মুজ্জির পথ।	১৭
১০.	রসূলের ফায়সালার সামনে মু'মিনের আর কোন এখতিয়ার বা স্বাধীনতা থাকে না। বরং শুনলাম ও মানলাম বলা।	২০
১১.	রসূলের অনুসরণেই আল্লাহর আনুগত্য।	২১
১২.	মু'মিন জীবনের আদর্শ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	২২
১৩.	আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার মাধ্যম রসূলের অনুসরণ	২২
১৪.	কুরআন ও সুন্নাহই সকল সমস্যার সমাধান	২২
১৫.	সহীহ হাদীসের আহ্বানে সকলকে সাড়া দেওয়া জরুরী।	২৩
১৬.	আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসা ঈমানী কর্তব্য।	২৪
১৭.	নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত শাশ্বত ও চিরন্তন। তার শরীয়াত পূর্বের সমস্ত শরীয়াতকে রহিত করেছে	২৫

১৮.	মৃত সুন্নাতকে জীবিত করার মর্যাদা	২৭
১৯.	যারা আল্লাহ ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তারা মু'মিন নন। বরং তারা মুনাফিক, যালিম, কাফির।	২৮
২০.	যারা আল্লাহ ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অমান্য করবে তারা জাহান্নামী।	২৯
২১.	যারা আল্লাহ ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য পরিহার করবে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে।	৩০
২২.	রসূলের পথ বাদ দিয়ে শয়তানের পথে চলার পর অনুশোচনা	৩০
২৩.	রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ যেরূপ হওয়া উচিত	৩১
২৪.	কুরআন ও হাদীস অমান্যকারীর সঙ্গে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া চাই	৩২
২৫.	কুরআন ও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী।	৩৩
২৬.	মতবিরোধপূর্ণ পরিবেশে সুন্নাহ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শের উপর অবিচল থাকা অপরিহার্য।	৩৫
২৭.	যুগে যুগে কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণে যারা অগ্রবর্তী।	৩৬
২৮.	ইমামগণ তাদের তাক্বলীদ (দলীলবিহীন অনুসরণ) না করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।	৩৯
২৯.	কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণে অগ্রবর্তীদের নামের তালিকা	৪৩
৩০.	কুরআন ও সুন্নাহের অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী	৪৬

১। আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (খলিফা, ফক্বীহ); কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা আল্লাহ (কিতাবুল্লাহ) এবং রাসূলের (সুন্নাহর) নিকট উপস্থাপন কর। এটাই উত্তম (রায় বা সিদ্ধান্ত হতে) এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।^১

আল্লাহ ও তার রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হল, তার কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হল তার সুন্নাতে দিকে প্রত্যাবর্তন করা।^২ আর এ বিষয়টিকে ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হচ্ছে যে, **إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ** অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। তথা দ্বন্দ্ব নিরসনকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই হল প্রকৃত ঈমানের পরিচয়। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, যদি কেউ দ্বন্দ্ব নিরসনে কিতাব ও সুন্নাহ ছাড়া অন্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে সে ঈমানদার নয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরো বলেন:

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشُّورَى: 10]

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন- উহার মীমাংসা তো আল্লাহর নিকট।^৩ সুতরাং দ্বন্দ্ব নিরসনকে কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীস) ছাড়া অন্য কারও দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে আল্লাহ বৈধ করেননি। এ ব্যাপারে প্রথম ও শেষ যুগের সাহাবাদের, প্রথম ও শেষ যুগের তাবিঈদের এবং প্রথম ও শেষ যুগের

১. সূরা আন-নিসা ৪:৫৯।

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে কুরতুবি, ফাতহুল কাদীর

৩. সূরা শূরা ৪২:১০

তাবে-তাবিঈনদের ইজমা রয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন মানুষের দিকে কিংবা তাদের পূর্ববর্তীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ।

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় গ্রন্থে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও তার পথকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে জামা‘আত বদ্ধ থাকতে ও মৈত্রী স্থাপনের আদেশ করেছেন। দলাদলি ও মতবিরোধ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (আল্লাহর দীন ও কিতাবুল্লাহ) আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।^৪ তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেছে। আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট, তারা যা করতো সে সম্পর্কে তিনি তাদের সংবাদ দিবেন।^৫ আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾

আর তাদের মত হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও বিরোধ করেছে।^৬ আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।^৭ সুতরাং কোন একনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি একটু ভেবে দেখেন, তাহলে তার কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে যে, দলীল (কুরআন ও হাদীস) ছাড়া

৪. সূরা আল ইমরান ৩ঃ ১০৩

৫. সূরা আন‘আম ৬ঃ ১৫৯

৬. সূরা আল ইমরান ৩ঃ ১০৫

৭. সূরা বাইয়্যিনাহ ৯৮ঃ ৪

নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাবের তাক্বলীদ (দলীলবিহীন অনুসরণ) করা বড় অজ্ঞতা ও ভয়াবহ বিপদের নামান্তর। বরং তা নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণ ও স্বজনপ্রীতি বৈ কিছু নয়। মুজতাহিদ ইমামগণও এর বিরোধিতা করেছেন।

সাহাবাদের যুগে একজন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না, যে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির সকল কথার উপর তাক্বলীদ করেছেন এবং তার একটি কথাকেও বাদ দেননি। আবার এমন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না, যিনি কোন ব্যক্তির সকল কথাকে বাদ দিয়েছেন এবং তার কোন কিছুই গ্রহণ করেননি।

তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য জানা জরুরী। শারঈ পরিভাষায় তাক্বলীদ হলো এমন মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যার পেছনে মতামতদাতার কোন দলীল নেই। শরীয়াতে এরূপ বিষয় একেবারেই নিষিদ্ধ। আর যার পেছনে দলীল আছে তাকে ইত্তেবা বলা হয়।^৮

দ্বীনের সকল বিষয় তথা ‘আক্বীদা-বিশ্বাস, কথা, কাজ, গ্রহণ-বর্জনসহ জীবনের সকলক্ষেত্রে রসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করাকে ইত্তেবা বলে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজটি যেভাবে করেছেন সেটি ঠিক সেভাবে করাই হচ্ছে ইত্তেবা।

২। সুন্নাহ বা হাদীস যার মাধ্যমে রসূলের ইত্তেবা করা হয়।

সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পস্থা ও রীতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাহ (সুন্নাতুর রসূল)। কুরআনে রসূলের সর্বোত্তম আদর্শ বলতে এ সুন্নাহকেই বুঝানো হয়েছে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ (সুন্নাতুর রসূল)। হাদীস অর্থ কথা, বাণী, সংবাদ, খবর, প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীস বলে।^৯

সুন্নাহ (السنة) শব্দটি আভিধানিক অর্থে তরীকা বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৮. ‘আযওয়াউল বায়ান’ (৭/৫৪৭-৫৫০)।

৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ৬টি (বুখারী, মুসলিম---) হাদীস গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত।

السنة সুন্নাহ: সুন্নাহ ঐ পথকে বলা হয়, যার উপর স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। অন্য অর্থে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থন সমূহকে সুন্নাহ বলা হয়।^{১০} আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾

তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের (উপর আল্লাহর) পদ্ধতির (বিধানের) অপেক্ষা করছে? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনোই কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি আল্লাহর বিধানের কখনোই কোন ব্যতিক্রমও দেখতে পাবে না। সূরা ফাতির ৩৫:৪৩। আর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَسْبَعُنْ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে।^{১১}

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান) জাতিসমূহের রীতিনীতি। সুতরাং এটা প্রমাণ করে আভিধানিক অর্থে সুন্নাহ শব্দটি পদ্ধতি বা রীতিনীতিকে বুঝায়।

তবে কুরআন ও হাদীস বহির্ভূত কোন সুন্নাহ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং কখনো তা বাতিল, পরিত্যাজ্য, বিদ'আত, কুসংস্কার বলে গণ্য। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সুন্নাতুর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন।^{১২} রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।^{১৩}

১০. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসেত্বীয়া।

১১. সহীহ বুখারী ৭৩২০, ইবনে মাজাহ ৩৯৯৪।

১২. সহীহ, ইবনে মাজাহ ৪২

১৩. সহীহ বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮, আবু দাউদ ৪৬০৬, ইবনে মাজাহ ১৪।

৩। ওয়াহী মাতলু হলো কুরআন মাজীদ। আর ওয়াহী গায়র মাতলু হলো সুন্নাহ বা হাদীস।

ওয়াহী মাতলু হলো কুরআন মাজীদ। আর ওয়াহী গায়র মাতলু হলো সুন্নাহ বা হাদীস। সুন্নাহ বা হাদীসও আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

সে মনগড়া কথাও বলে না। তা (কুরআন) তো ওয়াহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।^{১৪}

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ

আমাকে কুরআন এবং এর সাথে অনুরূপ (সুন্নাহ বা হাদীস) দেয়া হয়েছে।^{১৫}

৪। সুন্নাহ (হাদীস) কুরআনের ব্যাখ্যা।

হাদীস বাদ দিয়ে কুরআন বুঝা বা কুরআনের উপর আমাল করা সম্ভব নয়। যেমন, সলাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হাজ্জ করা, সিয়াম পালন করা, জিহাদ করা ইত্যাদি নির্দেশ আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিভাবে সলাত আদায় করতে হবে, যাকাত কি পরিমাণ আদায় করতে হবে, হাজ্জ কিভাবে করতে হয়, সিয়াম কাদের উপর ফরয ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কুরআনুল কারীমে নেই। কিন্তু রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সব বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। যা হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআন হল সর্বোত্তম কিতাব যা রবের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর সুন্নাহ হল, কুরআনের ব্যাখ্যা।

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

১৪. সূরা আন-নায্ম ৫৩:৩-৪

১৫. সহীহ: সুনানে আবু দাউদ ৪৬০৪।

(তাদের প্রতি প্রেরণ করেছি) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিতাবসমূহ এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে।^{১৬}

وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [১৬:৬৪]

আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, শুধু এ জন্য যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা তাদের জন্য তুমি স্পষ্ট করে দেবে এবং (এটি) হিদায়াত ও রহমত সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে।^{১৭}

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [৫৭:৭]

রসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।^{১৮}

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [১৪:৪]

আর আমি প্রত্যেক রসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের নিকট বর্ণনা দেয়। সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।^{১৯}

আল্লাহ প্রত্যেক রসূলের উপর তার নিজ ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন যাতে রসূলগণ ব্যাখ্যা করে জনগণকে ভালভাবে বুঝাতে পারেন।

১৬. সূরা নাহল ১৬:৪৪

১৭. সূরা নাহল ১৬:৬৪

১৮. সূরা হাশর ৫৯:০৭

১৯. সূরা ইব্রাহিম ১৪:৪

৫। কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, তারা তো নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না।^{২০} মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

বল, আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তনের অধিকার নেই। আমি তো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওয়াহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয় আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিবসের আযাবের।^{২১} তিনি আরও বলেন:

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

বল, তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করা হয়।^{২২}

২০. সূরা কাসাস ২৮:৫০

২১. সূরা ইউনুস ১০:১৫

২২. সূরা আনআম ৬:৫০

তিনি সূরা আহকাফ এর মধ্যে বলেন:

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

বল, ‘আমি রাসূলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওয়াহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।’^{২৩}

আল্লাহ সূরা আশ্বিয়ার মধ্যে বলেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾

বল, ‘আমি তো কেবল ওয়াহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি’। কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে আহ্বান শুনে না।’^{২৪}

সুতরাং ভীতি প্রদর্শন শুধু ওয়াহীর মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ, অন্য কিছু মাধ্যমে নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন:

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾

বল, ‘যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাই তবে আমার অকল্যাণেই আমি পথভ্রষ্ট হব। আর যদি আমি হিদায়াত প্রাপ্ত হই তবে তা এজন্য যে, আমার রব আমার প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটবর্তী।’^{২৫}

সুতরাং বুঝা গেল যে, ওয়াহীর (কুরআন ও হাদীস) পথই হল হিদায়াতের পথ। রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ হল, ওয়াহীর অনুসরণ করা।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

২৩. সূরা আহকাফ ৪৬:৯

২৪. সূরা আশ্বিয়া ২১:৪৫

২৫. সূরা সাবা ৩৪:৫০

রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে থাকবে, পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ (হাদীস)।^{২৬}

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللَّهِ

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।^{২৭}

كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، مَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ، ضَلَّ

আল্লাহর কিতাব-তাতে রয়েছে পথ প্রদর্শন (হিদায়াত) ও আলোকবর্তিকা (নূর)। যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে ও তা গ্রহণ করবে সে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে (আঁকড়ে ধরা ও গ্রহণ করতে) ব্যর্থ হবে, সে পথভ্রষ্ট হবে।^{২৮}

كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ، مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ

মহা মহিমান্বিত আল্লাহর কিতাব-যা আল্লাহর রশি। যে এর অনুসরণ করবে সে হিদায়াতের উপর থাকবে। আর তা ছেড়ে দিবে সে পথভ্রষ্ট হবে।^{২৯}

৬। কিতাবুল্লাহ (কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ বা হাদীস) শিক্ষা করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾

২৬. হাসান, ১৮৬ নং হাদীস, তাহকীক মিশকাতুল মাসাবীহ

২৭. সহীহ মুসলিম ১২১৮।

২৮. সহীহ মুসলিম ২৪০৮।

২৯. সহীহ মুসলিম ২৪০৮।

আর আল্লাহ তোমার প্রতি কুরআন ও হিকমাহ (হাদীস) অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তিনি তাই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।^{৩০} আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন যখন তাদের নিকট তাদের নিজস্ব একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, সে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনচ্ছে, তাদেরকে পরিশোধন করছে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ (হাদীস) শিক্ষা দিচ্ছে।^{৩১} আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذْ كُرِّنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾

আল্লাহর আয়াত ও হিকমাহ (সুন্নাহ বা হাদীস) এর কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সুক্ষদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।^{৩২}

হিকমাহ (যার মধ্যে বিধি-বিধান আছে) হলো সুন্নাহ (হাদীস)।^{৩৩} কেননা কুরআন ছাড়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের গৃহে যা পাঠ করা হতো তা ছিল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ।^{৩৪}

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও হিকমাহ শিক্ষা দিয়েছেন। আরো দেখুন: সূরা আল বাকারা ২: ১২৯, ১৫১, ২৩১, ২৫১; সূরা আল ইমরান ৩: ৪৮; সূরা আন নিসা ৪: ৫৪; সূরা আল মায়িদা ৫: ১১০; সূরা আল জুমু'আ ৬২: ২।

৩০. সূরা নিসা ৪: ১১৩

৩১. সূরা আল ইমরান ৩: ১৬৪

৩২. সূরা আহযাব ৩৩: ৩৪

৩৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবি, ফাতহুল কাদীর, তাফসীরে জালালাইন।

৩৪. ওয়াসিইয়াতুল কুবরা-ইবনে তাইমিয়া

৭। কুরআন ও হাদীসের বাইরে যে আমল করা হয়, তা পরিত্যাজ্য।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।^{৩৫}

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَإِنَّ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

আনাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের নিকট তার ইবাদাতের অবস্থা জানার জন্য এলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদাতের খবর শুনে তারা যেন তাদের ইবাদাতকে কম মনে করলেন। তারা পরস্পর আলাপ করলেন, রাসূলুল্লাহ এর তুলনায় আমরা কি? আল্লাহ তা'আলা তার আগের-পিছের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তাদের একজন বললেন, আমি সারারাত সলাত আদায় করবো। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি দিনে সিয়াম পালন করবো, আর কখনো তা ত্যাগ করবো না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করবো না। তাদের এই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা কি এ ধরনের কথাবার্তা বলেছিলে? খবরদার! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি, তোমাদের চেয়ে বেশী তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু এরপরও আমি কোন দিন সিয়াম পালন করি আবার

৩৫. সহীহ বুখারী তাওহীদ/আরবী ২৬৯৭, ই.ফা. ৫/২৫১৪, আধুনিক ৩/২৫০১; মুসলিম আরবী ১৭১৮, ইসলামিক সেন্টার ৬/৪৩৪৩; আবু দাউদ আরবী ৪৬০৬, ই.ফা. ৫/৪৫৫১; ইবনে মাজাহ ১৪, ই.ফা. ১/১৪; মিশকাতুল মাসাবীহ

কোন দিন সিয়াম পালন ছেড়ে দিই। রাতে ছলাত আদায় করি আবার ঘুমিয়েও যাই। নারীদের বিয়েও করি। এটাই আমার পথ। তাই যে ব্যক্তি আমার পথ ছেড়ে দিয়েছে সে আমার (উম্মতের মধ্যে) গণ্য হবে না।^{৩৬}

সুতরাং ভাল কাজ বিশুদ্ধ নিয়্যাতে করলেও কোনই লাভ হবে না যতক্ষণ না রসূলের ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ অনুযায়ী হয় (সহীহ ও হাসান হাদীস ছাড়া রসূলের সুন্নাহ প্রমাণিত হয় না)।

৮। কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীস) ছাড়া আমল বিদ'আত, আর বিদআত হল ভ্রষ্টতা, আর ভ্রষ্টতা হল জাহান্নামের পথ।

إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا

সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ নির্দেশনা হল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ নির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নতুনভাবে উদ্ভাবিত পন্থাসমূহ।^{৩৭}

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

অতঃপর অবশ্য অবশ্যই সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব। আর সর্বোচ্চ পথ হচ্ছে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো দ্বীনে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা। এরূপ সব নতুন জিনিসই গুমরাহী (পথভ্রষ্ট)।^{৩৮}

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

এরূপ সব গুমরাহী (পথভ্রষ্ট) হবে জাহান্নামের আগুনে অবস্থান।^{৩৯}

৩৬. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, ১৪৫নং হাদীস, তাহক্বীক মিশকাতুল মাসাবীহ

৩৭. সহীহ বুখারী/৭২৭৭

৩৮. সহীহ মুসলিম ৮৬৭।

৩৯. সহীহ: নাসাঈ ১৫৭৮, ২/১৫৮১ ই.ফা.

৯। কুরআন ও সুন্নাহই নাজাতের অসীলা, জান্নাতের পথ। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করার মধ্যেই নাজাত বা মুক্তি। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমাল করা ছাড়া নাজাত বা মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾

অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না।^{৪০}

সূরা ত্বহা এর অত্র আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ওয়াহীর অনুসারী কখনও পথভ্রষ্ট হবে না এবং হতভাগা হবে না। সূরা বাক্বারার আয়াত প্রমাণ করছে যে, ওয়াহীর অনুসারীদের কোন ভয় নেই এবং চিন্তাও নেই। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।^{৪১}

নিঃসন্দেহে ওয়াহীর অনুসারীগণ পথভ্রষ্ট ও হতভাগা নয় এবং তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই। কুরআনের বাণী দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। কোন আলিমের অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে এটা অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ সে আলিম নিষ্পাপ নন। সে জানে না, সে যার তাক্বলীদ করছে সে সঠিক কথা বলছে না ভুল কথা বলছে। এটা ঐ আলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন করা থেকে বিমুখ থাকে। বিশেষ করে যে কুরআন ও হাদীসকে এড়িয়ে গিয়ে তাক্বলীদকৃত আলিমের মতামতকে যথেষ্ট মনে করবে।

কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াত প্রমাণ করছে যে, ওয়াহীর অনুসরণ ও তার প্রতি আমল করা আবশ্যিক। অনুরূপভাবে বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারাও

৪০. সূরা ত্বহা ২০:১২৩

৪১. সূরা বাক্বারা ২:৩৮

কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আমল করা আবশ্যিক বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা রাসূলের আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্যের নামান্তর।

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

‘আমার সকল উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত। জিজ্ঞেস করা হল, কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই (জাহান্নামে প্রবেশ করবে) অস্বীকার করল।^{৪২}

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসূলের হুকুম অনুযায়ী চলবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা তাতে চিরবাসী হবে এবং এটা বিরাট সাফল্য।^{৪৩}

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ○

যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নাবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং নেককার লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!^{৪৪}

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মান্য কর, যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পারে।^{৪৫}

৪২. সহীহ বুখারী ৭২৮০

৪৩. আন-নিসা ৪:১৩

৪৪. আন-নিসা ৪: ৬৯

৪৫. আ-ল ইমরান ৩:১৩২

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তার বার্তাবাহক উম্মী নাবীর প্রতি; যে আল্লাহ ও তার বাণীতে ঈমান আনে। আর তোমরা তার (রাসূলের) অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।^{৪৬}

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○

যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার অবাধ্যতা পরিহার করে চলে তারাই কৃতকার্য।^{৪৭}

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

বল, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।^{৪৮}

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ○

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে সে সাফল্য লাভ করে- মহাসাফল্য।^{৪৯}

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذَّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ○

আর যে কেউই আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর যে কেউ পিঠ ফিরিয়ে নিবে, তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।^{৫০}

৪৬. আল-আ'রাফ ৭:১৫৮

৪৭. আন-নুর ২৪:৫২

৪৮. আন-নুর ২৪:৫৪

৪৯. আল-আহযাব ৩৩:৭১

৫০. আল-ফাত্হ ৪৮:১৭

১০। রাসূলের ফায়সালার সামনে মু'মিনের আর কোন এখতিয়ার বা স্বাধীনতা থাকে না। বরং শুনলাম ও মানলাম বলা।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুষ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।^{৫১}

আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে কসম করে বলছেন যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের বিতর্কিত বিষয়ের ফায়সালা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে গ্রহণ করবে।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম পালন করা ওয়াজিব ও তার আনুগত্য করা আবশ্যিক, তার হুকুমের নিকট আত্মসমর্পণ করা ও তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করা আমাদের উপর অপরিহার্য। এমনকি তিনি যে ফায়সালা দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন দ্বিধা রাখা যাবে না এবং তার সমাধান ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্তরে কোন প্রকার বিদ্বেষ রাখা যাবে না।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর।^{৫২}

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ط وَأَوَّلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

মু'মিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন মু'মিনদের জওয়াব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম।^{৫৩}

৫১. আন-নিসা ৪:৬৫

৫২. আল-আনফাল ৮:১

৫৩. আন-নুর ২৪:৫১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

ওহে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য কর না।^{৫৪}

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝

আল্লাহ ও তার রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।^{৫৫}

১১। রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণেই আল্লাহর আনুগত্য।

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۝

যে রাসূলের হুকুম মানল, সে তো আল্লাহরই হুকুম মানলো, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি তোমাকে তাদের প্রতি পাহারাদার করে পাঠাইনি।^{৫৬}

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে আল্লাহরই অনুসরণ করল, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে তো আল্লাহর নাফরমানী করল।^{৫৭}

ذَاقْ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে রব হিসেবে আল্লাহকে, দীন হিসেবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে।^{৫৮}

৫৪. আল-আনফাল ৮:২০

৫৫. সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৬

৫৬. সূরা আন-নিসা ৪:৮০

৫৭. সহীহ: ইবনে মাজাহ ৩।

৫৮. সহীহ মুসলিম ৩৪

১২। মু'মিন জীবনের আদর্শ রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য তো আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।^{৫৯}

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।^{৬০}

১৩। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যম রসূলের অনুসরণ।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুণাসমূহ ক্ষমা করবেন, বস্তুত, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।^{৬১}

১৪। কুরআন ও সুন্নাহই সকল সমস্যার সমাধান। একজন মু'মিনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহই হবে সব সমস্যার সমাধানের মূল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা আল্লাহ এবং রাসূলের নিকট উপস্থাপন কর। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।^{৬২}

৫৯. সূরা আহযাব ৩৩:২১

৬০. সূরা আল-ক্বালাম ৬৮:৪

৬১. সূরা আ-ল ইমরান ৩:৩১

৬২. সূরা আন-নিসা ৪:৫৯

وَلَا يَأْتُونُكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

তোমার কাছে তারা এমন কোন সমস্যাই নিয়ে আসে না যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি। ৬৩

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর, পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না, তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। ৬৪

১৫। সহীহ ও হাসান হাদীসের আহ্বানে সকলকে সাড়া দেওয়া জরুরী। সহীহ হাদীসের বিপরীতে কোন দুর্বল (যঈফ) হাদীস, মিথ্যা বা জাল হাদীস এবং যুক্তি বা রা'য়ের উপর আমাল করা যাবে না।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

হে মুমিনগণ, রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছু দিকে আহ্বান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিবে। ৬৫

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ائْتَعْنَاهُ "

রসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-আমি যেন তোমাদের মাঝে কাউকে এমন না পাই, সে তার খাটের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে। আর আমি যা আদেশ দিয়েছি অথবা যা থেকে নিষেধ করেছি, তা তার কাছে পৌছলে সে তখন বলবে: এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, আমরা আল্লাহর কিতাবে যা পেয়েছি, তারই অনুসরণ করি। ৬৬

৬৩. সূরা আল-ফুরকান ২৫:৩৩

৬৪. সূরা আনফাল ৮:৪৬

৬৫. সূরা আনফাল ৮ :২৪

৬৬. সহীহ: ইবনে মাজাহ ১৩

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْلُونَ مِنْكُمْ
لَوْ آذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

রসূলের ডাককে তোমরা তোমাদের একের প্রতি অন্যের ডাকের মত গণ্য
করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে
পড়ে। কাজেই যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে,
তাদের উপর পরীক্ষা নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে ভয়াবহ
শাস্তি।^{৬৭}

১৬। আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসা ঈমানী কর্তব্য। দুনিয়ার
সবকিছুর চেয়ে আল্লাহর রসূলকে বেশী ভালবাসতে হবে। সকল কিছুর উপর
রসূলের ভালবাসাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

আনাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত
আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তানাদি এবং সকল মানুষ হতে বেশী প্রিয়
না হবো।^{৬৮}

নিজের জীবনের চেয়ে রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বেশী ভাল না
বাসলে প্রকৃত মু'মিন হবে না।

উমার রা. বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমার জীবন ছাড়া আপনি আমার
কাছে সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বললেন: না, যার হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি যেন
তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় হই। উমার রা. তখন কসম করে বললেন: এখন
আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়।^{৬৯}

৬৭. সূরা আন-নূর ২৪:৬৩

৬৮. সহীহ বুখারী তাওহীদ/আরবী ১/১৪-১৫, ই.ফা ১/১৩-১৪

৬৯. সহীহ বুখারী ৬৬৩২।

"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে, সে ঈমানের সঠিক স্বাদ আশ্বাদন করেছে। প্রথমত: তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা বেশী হবে। দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসে। তৃতীয়ত: যে ব্যক্তি কুফরীর অন্ধকার হতে বের হয়ে ঈমান ও ইসলামের আলো গ্রহণ করার পর আবার কুফরীর অন্ধকারে ফিরে যাওয়াকে এত খারাপ মনে করে যেমন মনে করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।^{৭০}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ওহে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আগে বেড়ে যেয়ো না , আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।^{৭১}

১৭। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ শাশ্বত ও চিরন্তন। তাঁর শরীয়াত পূর্বের সমস্ত শরীয়াতকে রহিত বা বাতিল করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা রহিত থাকবে

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ بَدَأَ لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، لَصَلَّيْتُ عَنْ سِوَاءِ السَّبِيلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَذْرَكَ نُبُوتِي، لَاتَّبَعَنِي»

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-আল্লাহর কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন। যদি মূসা আ. তোমাদের মাঝে প্রকাশ পেতেন তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করতে আর আমাকে ত্যাগ করতে, ফলে তোমরা সহজ-সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। অথচ মূসা আ. যদি এখন

৭০. সহীহ বুখারী আরবী ১৬, তাওহীদ ১/১৬, আধুনিক ১/১৫, ই.ফা ১/১৫

৭১. সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১

জীবিত থাকতেন ও আমার নবুওতের কাল পেতেন তাহলে তিনি নিশ্চিত আমার আনুগত্য করতেন।^{৭২}

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [৩:৭১]

হে আহলে কিতাবগণ, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান।^{৭৩}

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَقَرَأَ الْبَقْرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، فَعَلِمُوا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، فَأَلْقَوْهُ "

আনাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তি মুসলিম হয়ে সূরা বাকারা ও আল ইমরান শিখে নিল। আর সে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য ওয়াহী লিখত। অতঃপর সে আবার খ্রিষ্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যা লিখে দিতাম তার চেয়ে বেশি কিছু তিনি জানেন না। (নাউজুবিল্লাহ) কিছুদিন পর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিলেন। খ্রিষ্টানরা তাকে দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এটা দেখে খ্রিষ্টানরা বলতে লাগল-এটা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদেরই কাজ। যেহেতু আমাদের এ সাথী তাদের হতে পালিয়ে এসেছিল। এ জন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর হতে উঠিয়ে বাহিরে ফেলে দিয়েছে। তাই যতদূর পারা যায় গভীর করে কবর খুঁড়ে তাকে আবার দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি আবার তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এবারও তারা বলতে লাগল, এটা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদেরই কাজ। তাদের নিকট হতে

৭২. হাসান, মেশকাত আরবী ১৭৭/১৯৪, বাংলা ১৬৮/১৮৪। আহমাদ/বায়হাকী

৭৩. সূরা ইমরান ৩:৭১

পালিয়ে আসার কারণে তারা আমাদের সাথীকে কবর হতে উঠিয়ে বাহিরে ফেলে দিয়েছে। তারা এবারও যতদূর পারা যায় আরো গভীর করে কবর খনন করে দাফন করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল, কবরের মাটি আবার তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। তখন তারাও বুঝল, এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা লাশটি ফেলে রাখল।^{৭৪}

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।^{৭৫}

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে কক্ষনো তার সে দীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।^{৭৬}

১৮। মৃত সুল্লাত জীবিত করার মর্যাদা

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي، فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، فَعَمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا

যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুল্লাত জীবিত করে এবং লোকেরা তদনুযায়ী আমল করে, সেও আমলকারীর অনুরূপ পুরস্কার পাবে। এতে আমলকারীর পুরস্কার কিছুমাত্র কম হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতের উদ্ভাবন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয়, তার উপর আমলকারীর পাপের বোঝার অনুরূপ বোঝা বর্তাবে। এতে আমলকারীর পাপের পরিমাণ কিছুই কমানো হবে না।^{৭৭}

৭৪. সহীহ বুখারী ৩৬১৭, ইফা ৩৩৫৬, আধুনিক ৩৩৪৯; সহীহ মুসলিম ২৭৮১,

৭৫. সূরা আল মায়িদা ৫:৩

৭৬. সূরা আ-ল ইমরান ৩:৮৫

৭৭. ইবনে মাজাহ ২০৯ সহীহ লি গাইরহী

১৯। যারা আল্লাহ ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তারা মু'মিন নয়। বরং তারা মুনাফিক, ফাসিক, যালিম, কাফির।

﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ط وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾

তারা বলে- আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম আর রসূলের প্রতিও আর আমরা মেনে নিলাম। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যকার একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা মু'মিন নয়।^{৭৮}

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

তাদেরকে যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও তার রসূলের পানে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।^{৭৯}

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝

যখন তাদেরকে বলা হয়-তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ হুকুমের এবং রসূলের দিকে এসো, তখন তুমি ঐ মুনাফিকদের দেখবে, তারা তোমার নিকট হতে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।^{৮০}

এ আয়াত এ কথাই প্রমাণ করছে যে, যখন তাকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার আহ্বান জানানো হয় তখন তা থেকে যে বিমুখ হয় তার চরিত্র সম্পূর্ণ মুনাফিকের মত।

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

আল্লাহ কিরূপে সেই সম্প্রদায়কে সুপথ দেখাবেন যারা ঈমান আনার পর, এ রসূলকে সত্য বলে স্বীকার করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল আসার পর কুফরী করে? বস্তুতঃ আল্লাহ যালিম কওমকে পথ দেখান না।^{৮১}

৭৮. সূরা আন্-নূর ২৪:৪৭

৭৯. সূরা আন্-নূর ২৪:৪৮

৮০. সূরা আন্-নিসা ৪:৬১

৮১. সূরা আ-ল ইমরান ৩:৮৬

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

বল, ‘তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের আজ্ঞাবহ হও’। অতঃপর যদি তারা না মানে, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।^{৮২}

২০। যারা আল্লাহ ও রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অমান্য করবে তারা জাহান্নামী।

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তিভোগ করবে।^{৮৩}

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِلْهُ جَهَنَّمَ طَٰسًا وَسَاءَٰ مَصِيرًا﴾

কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু’মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরে দিব, আর তাকে জাহান্নামে দক্ষ করব, কত মন্দই না সে আবাস!^{৮৪}

﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۖ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾

আল্লাহর বাণী পৌছানো ও তার পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন; তাতে তারা চিরকাল থাকবে।^{৮৫}

﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ إِذِ الْأَعْدَالُ فِي أَغْثَاهُمْ ۝ وَالسَّلَاسِلُ طَٰسًا يُسْحَرُونَ ۝ فِي الْحَوِّيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾

৮২. সূরা আ-ল ইমরান ৩:৩২

৮৩. সূরা আন-নিসা ৪:১৪

৮৪. সূরা আন-নিসা ৪:১১৫

৮৫. সূরা আল-জিন্ন ৭২:২৩

যারা কিতাবকে আর আমি আমার রাসূলদেরকে যা দিয়ে পাঠিয়েছি তাকে অস্বীকার করে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি আর শিকল; তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে দক্ষ করা হবে।^{৮৬}

২১। যারা আল্লাহ ও রাসূল ছাড়া ছাড়াই আল্লাহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য পরিহার করবে তাদের সমস্ত আমাল নষ্ট হয়ে যাবে।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের আমলগুলোকে নষ্ট করে দিও না।^{৮৭}

২২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসূলের পথ অবলম্বন করুন। রসূলের পথ বাদ দিয়ে শয়তানের পথে চলার পর অনুশোচনা, যখন তা আর কাজে আসবে না। সুতরাং সময় থাকতে তওবা করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে ফিরে আসুন।

﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾

আর সেদিন যালিম ব্যক্তি নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে— ‘হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম’। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! অবশ্যই সে তো আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে উপদেশবাণী আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহা-প্রতারক।^{৮৮}

يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ

৮৬. সূরা আল- মু'মিন ৪০:৭০-৭২

৮৭. সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৩৩

৮৮. সূরা ফুরকান ২৫:২৭-২৯

যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম!^{৮৯}

২৩। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ যেরূপ হওয়া উচিত

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ»

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. বলেন: আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন, আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে যেরূপ করতে দেখি, আমরাও সেরূপ করি।^{৯০}

كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ يَعْذُهُ، وَلَمْ يَقْصُرْ دُونَهُ»

ইবনে উমার রা. যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন হাদীস শুনতেন, তাতে তিনি কোন কিছু বাড়াতেন না এবং তা থেকে কিছু কমাতেন না।^{৯১}

اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ» فَتَبَذَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا»، فَتَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সোনার আংটি পরতেন। তখন লোকেরাও সোনার আংটি পড়তে লাগল। এরপর (একদিন) নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমি সোনার আংটি পরছিলাম-তারপর তিনি

৮৯. সূরা আহযাব ৩৩:৬৬

৯০. সহীহ: ইবনে মাজাহ ১০৬৬, ই.ফা. ১/১০৬৬ সনদ সহীহ

৯১. সহীহ: ইবনে মাজাহ ৪

তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন: আমি আর কোন দিনই তা পরব না। ফলে লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ছুঁড়ে ফেলল।^{৯২}

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»

উমার রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।^{৯৩}

২৪। কুরআন ও হাদীস অমান্যকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া চাই।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْفَلٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخٍ لَهُ، فَخَذَفَ، فَتَهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكِي عَدُوًّا، وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَقْفُقُ الْعَيْنَ» قَالَ: فَعَادَ ابْنُ أَخِيهِ يَخْذِفُ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، ثُمَّ عُذْتُ تَخْذِفُ، لَا أَكَلِّمُكَ أَبَدًا

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণিত। একদা তার কাছে তার এক ভতিজা বসা ছিল। সে তখন কংকর নিষ্ক্ষেপ করছিল। তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন: রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ থেকে নিষেধ করছেন। তিনি আরও বললেন: এতে না শিকার করা হয়, আর না শত্রু পরাভূত হয়, বরং তা দাঁত ভেঙ্গে দেয় অথবা চক্ষু নষ্ট করে দেয়। রাবী বলেন, তার ভাইপো পুনরায় পাথর নিষ্ক্ষেপ করলে তিনি [ইবনে মুগাফফাল রা.] বলেন: আমি তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ এরপরও তুমি কংকর নিষ্ক্ষেপ করছ? আমি তোমার সাথে আর কখনও কথা বলব না।^{৯৪}

৯২. সহীহ বুখারী ৭২৯৮ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, আধুনিক প্রকাশনী ৬৭৮৮, ইফা ৬৮০০

৯৩. সহীহ বুখারী ১৫৯৭ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, আধুনিক প্রকাশনী ১৪৯৩, ইফা ১৪৯৯; মুসলিম

৯৪. সহীহ, ইবনে মাজাহ ১৭

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ» فَقَالَ ابْنُ لَه: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ: فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ؟

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমরা আল্লাহর বান্দীদের (মহিলাদের) মসজিদে ছালাত আদায় করতে মানা করো না। তখন ইবনে উমারের এক পুত্র বললেন: আমরা অবশ্যই তাদের নিষেধ করব। রাবী বলেন: এতে তিনি (ইবনে উমার) ভয়ানক রাগান্বিত হয়ে বললেন: আমি তোমার নিকট রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ তুমি বলছ যে, আমরা অবশ্যই তাদের নিষেধ করব? ^{৯৫}

হাদীস অমান্যকারীদের সাথে সাহাবীদের ব্যবহার কিরূপ ছিল সহজেই অনুমান করা যায়। আজ একদল মুসলিম যারা এরূপ আকীদা পোষণ করেন যে, হাদীস জানতে হবে, কিন্তু মানতে হবে না; তাদের সঙ্গে ব্যবহার সাহাবীদের মতই হওয়া উচিত।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক অন্ধ ব্যক্তির একটি দাসী ছিল। সে দাসী নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালি দিত। অন্ধ ব্যক্তি তাকে নিষেধ করতো, তবুও সে মানত না। এমতাবস্থায় এক রাতে আবারও নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালি দিলে ঐ অন্ধ ব্যক্তি তাকে হত্যা করেন। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অবগত করলে তিনি বলেন:

أَلَا أَشْهَدُوكُمْ أَنَّ دَمَهَا هَذَرٌ

তোমরা সাক্ষী থাক যে, ঐ দাসীর রক্ত ক্ষতিপূরণের অযোগ্য বা মূল্যহীন। ^{৯৬}

২৫। কুরআন ও হাদীস (সুন্নাহ) বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। কারণ মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী জাহান্নামী। তাই সহীহ ও হাসান হাদীস ছাড়া জাল বা যঈফ হাদীস আমাল করার জন্য বর্ণনা করা যাবে না। তবে বর্জন করার জন্য যঈফ ও জাল হাদীস বর্ণনা করা যাবে। যঈফ হাদীস রসূলের সুন্নাহর ব্যাপারে কিছু অনুমান-ধারণার সৃষ্টি করে মাত্র।

৯৫. সহীহ, ইবনে মাজাহ ১৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

৯৬. সহীহ: সুনানে আবু দাউদ ৪৩৬১।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ।^{৯৭}

আর জাল হাদীস তাই যা রসূলের কথা নয়। সুতরাং হাদীস যাচাই করতে হবে। বিনা দলিল-প্রমাণে কারও কথা মেনে নেয়া (তাক্বলীদ) চলবে না।

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়।^{৯৮}

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।^{৯৯}

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ যে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে জাহান্নামে যাবে।^{১০০}

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

৯৭. সূরা হুজুরাত ৪৯:১২

৯৮. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা

৯৯. সূরা হুজুরাত ৪৯:৬

১০০. সহীহ বুখারী ১০৬ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ইবনে মাজাহ ৩১, সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা

আব্দুল্লাহ ইবনু'য যুবায়র রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা যুবায়রকে বললাম: আমি তো আপনাকে অমুক অমুকের মতো আল্লাহর রসূলের হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না। তিনি বললেন: জেনে রেখ আমি রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দূরে থাকিনি, কিন্তু আমি তাকে বলতে শুনেছি, যে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।^{১০১}

قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: এ কথাটি তোমাদের নিকট বহু হাদীস বর্ণনা করতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় যে, নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।^{১০২}

عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

সালামাহ ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।^{১০৩}

২৬। মতবিরোধপূর্ণ পরিবেশে সুন্নাত ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শের উপর অবিচল থাকা অপরিহার্য। আর বিদ’আত পরিত্যাগ করতে হবে

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرُونَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحَدَّثَاتِ، فَإِنْ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

১০১. সহীহ বুখারী ১০৭ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ইবনে মাজাহ ৩৬

১০২. সহীহ বুখারী ১০৮; ইবনে মাজাহ ৩২, সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা

১০৩. সহীহ বুখারী ১০৯।

তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে আর শুনবে ও মানবে, যদিও তোমাদের নেতা হাবশী গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা কঠিন মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের উপর আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শের উপর অবিচল থাকা অপরিহার্য। তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। সাবধান ! তোমরা বিদ'আত পরিহার করবে। কেননা প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী-পথভ্রষ্ট।^{১০৪}

২৭। যুগে যুগে কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণে যারা অগ্রবর্তী। যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা আল জামা'আতের অনুসারী। যে জামা'আত আঁকড়ে ধরার জন্য আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। আর যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী তাদেরকে আহলুল হাদীস বলা হয়। যারা রা'য় বা যুক্তির পিছনে ছুটে বেড়ায় তারা হচ্ছে আহলুর রায়, তাদের পথ পরিহার করতে হবে। আমাদেরকে আহলুর রায় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী (আহলুল হাদীস) হতে হবে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَثَلَاثُونَ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ»

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-ইয়াহুদী জাতি ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল। একদল জান্নাতী আর ৭০ দল জাহান্নামী। খ্রিস্টানরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। ৭১ দল জাহান্নামী আর একদল জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, অবশ্যই আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল হবে জান্নাতী। আর ৭২টি দল হবে জাহান্নামী। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল সা. কারা জান্নাতী ? তিনি বললেন : আল জামায়াত (রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের জামায়াত)।^{১০৫}

১০৪. সহীহ, ইবনে মাজাহ ৪২

১০৫. সহীহ, ইবনে মাজাহ/ইফা ৩৯৯২; আব্দাউদ ৪৫৯৭, ইফা ৫/৪৫২৬;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنْ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ: الْجَمَاعَةُ "

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-বনী ইসরাঈল ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত ৭২ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবাই হবে জাহান্নামী। আর তা হচ্ছে আল জামায়াত।^{১০৬}

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذُوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةً غَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বনু ইসরাঈলের যে অবস্থা এসেছিল অবশ্যই আমার উম্মাতের মধ্যে অনুরূপ অবস্থা আসবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উম্মাতেরও কেউ তাতে লিপ্ত হবে। বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবাই হবে জাহান্নামী। বলা হলো একটি দল (যারা জান্নাতী) কারা? তিনি বললেন: আমি এবং আমার সাহাবীরা আজকের দিনে যার উপর (প্রতিষ্ঠিত)।^{১০৭} সুতরাং নাজাত বা মুক্তি পেতে হলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের পথ অবলম্বন করতে হবে।

জেনে রাখুন! তাবিঈ ও তার পরবর্তী যুগের একদল আলিম রায়ের মাঝে ডুবে থাকাকে অপছন্দ করতেন এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফাতওয়া প্রদান ও মাস'আলা উদ্ভাবন করাকে ভয় পেতেন।

হাদীস বর্ণনা করাই ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে হাদীস ও আসার গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজটি প্রসারতা লাভ করে। বিভিন্ন পুস্তিকা ও পাণ্ডুলিপি লেখালেখির কাজ শুরু হয়।

১০৬. সহীহ, ইবনে মাজাহ/ইফা ৩৯৯৩;

১০৭. হাসান, তিরমিযী ২৬৪১, ইফা ৫/২৬৪২; মুসতাদরাক হাকীম ৪৪৪, কিতাবুল ইলম

অতঃপর তারা তৎকালীন সময়ের বড় বড় বিদ্বানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য হিজাজ, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, ইয়ামান ও খোরাসানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে হাদীসগুলোকে গ্রহণে একত্র করেন ও বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির অনুকরণে গ্রন্থ প্রণয়ন করার প্রয়াস চালিয়ে যান।

ফলে তাদের কাছে এতো হাদীস ও আসার একত্র করা সম্ভব হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি। প্রত্যেক অঞ্চলের ফক্বীহ সাহাবী ও তাবিঈদের যে আসারসমূহ মুফতীদের কাছে গোপন হয়েছিল এ সময়ে তাদের কাছে তা একত্রিত হয়ে যায়। এর পূর্বে কারও পক্ষে নিজ অঞ্চল ও স্থায়ী সঙ্গী-সাথীদের হাদীস সংকলন ছাড়া দূরবর্তী কোন অঞ্চলে গিয়ে হাদীস সংকলন করা সম্ভব হয়নি।

এ সময়ে গ্রন্থায়ণ, আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে হাদীসের সনদগত অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট করা সম্ভব হয়েছে।

অতঃপর বর্ণনা শাস্ত্রের বিধান তৈরি ও হাদীস জানার পর সে সময়ের মুহাক্কিকগণ ফিক্বহের দিকে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তাদের কাছে পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তির তাক্বলীদের উপর ঐকমত্য পোষণ করা হবে এমন কোন রায়ের অস্তিত্ব ছিল না, যদিও প্রত্যেকটি মাযহাবের নীতিমালা বিরোধী হাদীস ও আসার লক্ষ করা যেত। এ যুগে ও এর পূর্ববর্তী যুগে যে সমস্ত মাসআলা-মাসায়েলের সমালোচনা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তারা মারফু, মুত্তাসিল, মুরসাল অথবা মাওকুফ হাদীসের মধ্যে যে কোন একটি হাদীস পেয়েছেন কিংবা শাইখাইন, সমস্ত খলীফা অথবা বিভিন্ন অঞ্চলের ফক্বীহ ও কাজীদের আসার সমূহের মধ্যে কোন আসার পেয়েছেন। ফলে এভাবেই আল্লাহ তাদের জন্য সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ করে দিয়েছেন।

তাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, হাদীসের রিওয়ায়াতের ব্যাপারে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, হাদীসের স্তর জানার ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত ও ফিক্বহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলেন, আহমাদ বিন হাম্বল রহি.। এরপর ইসহাক বিন রাহওয়াই রহি.।

ইমাম শাফিঈ ইমাম আহমাদকে বলেন: “আপনারা আমাদের চেয়ে সহীহ খবরের ব্যাপারে বেশি অবগত। সুতরাং কোন সহীহ খবর পেলে আমাদের

জানাবেন। কুফা, বসরা অথবা সিরিয়ার যে কোন অঞ্চলই হোক না কেন আমি সেখানে গিয়ে তা সংগ্রহ করব”।

তারপর যারা হাদীসের ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখেছেন তারা হলেন,

- ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ,
- ইমাম আবদ বিন হুমাইদ, ইমাম দারেমী, ইমাম ইবনে মাজাহ,
- ইমাম আবু ই'য়ালা, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ,
- ইমাম দারাকুতুনী, ইমাম হাকেম ও ইমাম বাইহাকী সহ আরও অনেকই।

রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম পালন করা ওয়াজিব ও তার আনুগত্য করা আবশ্যিক, তার হুকুমের নিকট আত্মসমর্পণ করা ও তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করা আমাদের উপর অপরিহার্য। এমনকি তিনি যে ফায়সালা দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন দ্বিধা রাখা যাবে না এবং তার সমাধান ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্তরে কোন প্রকার বিদ্বেষ রাখা যাবে না।

২৮। ইমামগণ তাদের তাক্বলীদ (দলীলবিহীন অনুসরণ) না করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অন্ধ বিশ্বাসী গোঁড়াপন্থিরা নিজেদেরকে তাদের ইমামের অনুসারী বলে দাবি করে, তাদের মায়হাব ও মতামতকেই শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তারা এটাকে আসমান থেকে অবতীর্ণ ওয়াহীর বিধানের মত বলে মনে করে।^{১০৮} যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।^{১০৯}

১০৮. রফউল মালাম যা ‘মাজমুউল ফাতওয়া’ (২০/২৫০-২৫২) হতে কিছুটা পরিবর্তনসহ গৃহীত।

১০৯. সূরা আরাফ ৭:৩

এ ব্যাপারে ইমামগণের পক্ষ থেকে যে সব মতামত আমরা জানতে পেরেছি, তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো:^{১১০}

(১) ইমাম আবু হানীফা রহি.

ইমামগণের মধ্যে প্রথমেই হলেন ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন সাবিত রহি.। তার সাথীগণ তার অনেক কথা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন, সব কয়টি কথা একটাই বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে, আর তা হচ্ছে: হাদীসকে আঁকড়ে ধরা ও তার বিপক্ষে ইমামগণের কথা পরিহার করা ওয়াজিব। কথাগুলো হচ্ছে:

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

হাদীস বিশুদ্ধ হলে ওটাই আমার মায়হাব বলে পরিগণিত হবে।^{১১১}

لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ

আমরা কোথা থেকে কথাটি নিলাম এটা না জানা পর্যন্ত কারও জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ নয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে:

حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلِي أَنْ يَفْتِيَ بِكَلَامِي

যে আমার কথার প্রমাণ জানে না তার পক্ষে আমার কথার দ্বারা ফাতওয়া প্রদান করা হারাম। অন্য বর্ণনায় আরও বাড়িয়ে বলেছেন:

فَإِنَّا بَشَرٌ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا

কেননা আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি, আবার আগামীকাল তা থেকে ফিরে যাই।

إِذَا قُلْتَ قَوْلًا يَخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَبَرَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتْرَكُوا

قَوْلِي

যখন আমি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস বিরোধী, তাহলে তোমরা আমার কথা পরিত্যাগ করবে।

১১০. আল্লামা আলবানী প্রণীত 'সিফাতু সলাতিল্লাবী' হতে গৃহীত।

১১১. দুরুল মুখতার হাশিয়া ইবনে আবিদীন।

(২) ইমাম মালিক বিন আনাস রহি.

ইমাম মালিক বিন আনাস রহি. বলেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَخْطِئُ وَأُصِيبُ فَانظُرُوا فِي رَأْيِي فِكُلْ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ
وَكُلْ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ

আমি নিছক একজন মানুষ। আমি ভুলও করি শুদ্ধও করি। তাই তোমরা লক্ষ কর, আমার অভিমতের প্রতি। এগুলোর যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলে তা গ্রহণ কর আর যতটুকু এতদোভয়ের সাথে গরমিল হয় তা পরিত্যাগ কর।

لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَتْرَكُ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য যে কোন লোকের কথা গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় কিন্তু নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল কথা গ্রহণীয়।

(৩) ইমাম শাফিঈ রহি.

ইমাম শাফিঈ রহি. থেকে এ মর্মে অনেক চমৎকার চমৎকার কথা উদ্ধৃত হয়েছে। তার অনুসারীগণ তার এ সব কথায় অধিক সাড়া দিয়েছেন এবং উপকৃতও হয়েছেন। কথাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَتَذْهَبُ عَلَيْهِ سُنَّةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَزَّبَ عَنْهُ فَمَهْمَا
قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصْلَةٍ مِنْ أَصْلٍ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ مَا
قُلْتُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلِي

প্রত্যেক ব্যক্তি থেকেই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছু সুন্নাহ গোপন থাকবেই ও ছাড়া পড়বেই। তাই আমি যে কথাই বলেছি অথবা মূলনীতি উদ্ভাবন করেছি, সে ক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য পাওয়া গেলে আল্লাহর রাসূলের কথাই হচ্ছে চূড়ান্ত আর এটিই হবে আমার কথা।

إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب

যখন তোমরা দেখবে যে, আমি এমন কথা বলছি যার বিরুদ্ধে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে তবে জেনে রাখ যে, আমার বিবেক হারিয়ে গেছে।

كل ما قلت فكان عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني

আমি যা কিছুই বলেছি তার বিরুদ্ধে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে হাদীস এসে গেলে হাদীসই হবে অগ্রাধিকারযোগ্য, অতএব আমার অন্ধ অনুসরণ করো না।

كل حديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو قولي وإن لم تسمعه مني

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সব হাদীসই আমার বক্তব্য যদিও আমার মুখ থেকে তা না শুনে থাক।

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহি.

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহি. ইমামগণের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস সংগ্রহকারী এবং তা বাস্তবে রূপায়ণকারী ছিলেন। তাই তিনি শাখা প্রশাখামূলক কথা ও মতামত সম্বলিত কিতাব লেখা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন:

لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا

তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ করো না; মালিক, শাফিঈ, আওয়যী, সাওরী এদেরও কারও অন্ধ অনুসরণ করো না। বরং তারা যেখান থেকে (সমাধান) গ্রহণ করেন তুমি সেখান থেকেই তা গ্রহণ কর। অপর বর্ণনায় রয়েছে:

لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير

তোমরা দীনের ব্যাপারে এদের কারও অন্ধ অনুসরণ করবে না। নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের থেকে যা কিছু আসে তা গ্রহণ কর, অতঃপর তাবিঈদের। তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির জন্য যে কারও নিকট থেকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে।

من رد حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو على شفا هلكة

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করলো সে ধ্বংসের তীরে উপনীত হলো।

এ সবই হলো ইমামগণ রহি. এর বক্তব্য যাতে হাদীসের উপর আমল করার ব্যাপারে নির্দেশ রয়েছে এবং অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কথাগুলো এতই স্পষ্ট যে, এগুলো কোন তর্ক বা ব্যাখ্যার অপেক্ষাই রাখে না।

২৯। কুরআন ও সুন্নাতে অনুসরণে অগ্রবর্তীদের নামের তালিকা:

সাহাবী:

১. আবু বকর সিদ্দিক রা., মৃত্যু ১৩ হিজরী
২. উমার ইবনুল খাত্তাব রা., মৃত্যু ২৩ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ৫৩৯
৩. উসমান বিন আফফান রা., মৃত্যু ৩৫ হিজরী
৪. আলী ইবনু আবী তালিব রা., মৃত্যু ৪০ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ৫৮৬
৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., মৃত্যু ৩২ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ৮৪৮
৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., মৃত্যু ৬৮ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ২৬৬০, তাফসীরে ইবনে আব্বাস।
৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা., মৃত্যু ৭৩ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ১৬৩০
৮. আয়িশা বিনতে আবু বকর রা., মৃত্যু ৫৮ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ২২১০
৯. যায়দ ইবনে সাবিত রা., মৃত্যু ৪৫ হিজরী
১০. আবু মুসা আশআরী রা., মৃত্যু ৪৪ হিজরী
১১. মুয়ায বিন জাবাল রা., মৃত্যু ১৭ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ১৫৭
১২. উবাই ইবনু কা'ব রা., মৃত্যু ৩২ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ৬৪
১৩. আবু হুরাইরা রা., মৃত্যু ৫৮ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ৫৩৭৪
১৪. আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রা., মৃত্যু ৭৩ হিজরী
১৫. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা., মৃত্যু ৭৪ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ১৫৪০

১৬. আনাস ইবনু মালিক রা., মৃত্যু ৯১ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ২২৮৬
১৭. আবু সাঈদ খুদরী রা., মৃত্যু ৭৪ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ১১৭০
১৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা., মৃত্যু ৬৫ হিজরী/ বর্ণিত হাদীস ৭০০

তাবেঈ-

১. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ১৫-৯৪ হি
২. উরওয়াহ বিন যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ২২-৯৪ হি
৩. সুলায়মান বিন ইয়াসার ৯৪ হি
৪. সাঈদ ইবনে যুবায়ের ৯৫ হি
৫. কাসিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবুবকর সিদ্দিক ১০১ হি
৬. ইকরামা ১০৫ হি
৭. তাউস ইবনে কাইসান ১০৬ হি
৮. সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার ১০৬ হি
৯. আতা বিন আবী রিবাহ ১১৪ হি
১০. মুহাম্মাদ বিন মুসলিম ওরফে ইবনু শিহাব যুহরী ৫৮-১২৪ হি
১১. মুজাহিদ বিন জাবার ১১৪ হি
১২. হাসান বিন ইয়াসার ওরফে হাসান বসরী ২১-১১০ হি
১৩. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন ৩৩-১১০ হি

তাবে-তাবেঈ:

১. নুমান বিন সাবিত ওরফে ইমাম আবু হানিফা ৮০-১৫০ হি
২. সুফিয়ান বিন সাঈদ ওরফে ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ৯৭-১৬১ হি
৩. মালিক ইবনু আনাস ৯৩-১৭৯ হি: আল মুয়াত্তা
৪. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ১৮১ হি: আয যুহদ
৫. নাফে বিন উমার আল জামহী ১৭৯ হি
৬. আব্দুর রহমান বিন আমর ওরফে ইমাম আওয়াঈ ৮৮-১৫৭ হি

মুহাদ্দীস ও ফক্বীহ ইমামগণ:

১. ইমাম শাফেঈ, মুহাম্মাদ বিন ইদরীস ১৫০-২০৪ হি: আল উম্ম, আর রিসালা, আল মুসনাদ
২. আব্দুর রাজ্জাক সানআনী ২১১ হি: আল মুসান্নাফ
৩. ইবনু আবী শাইবা, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ ২৩৫ হি: আল মুসান্নাফ

৪. ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ওরফে ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই ১৬৬-২৩৮ হি: আস সুনান
৫. আহমাদ ইবনু হাম্বাল ১৬৪-২৪১ হি: আল মুসনাদ/ শরাহ ফাতহুর রব্বানী
৬. আবদ ইবনু হুমাইদ ২৪৯ হি: আল মুসনাদ
৭. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ১৮১-২৫৫ হি: আস সুনান
৮. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল ১৯৪-২৫৬ হি: আস সহীহ, শারহু ফাতহুল বারী
৯. মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ ২০৪-২৬১ হি: আস সহীহ, শারহু আল মিনহাজ্জ
১০. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ আস ২০২-২৭৫ হি: আস সুনান
১১. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াজিদ ২০৯-২৭৩ হি: আস সুনান
১২. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ২৭৯ হি: জামি তিরমিযী/ আস-সুনান, কিতাবুশ শামাইল
১৩. ইবনু আবীদ দুনিয়া ২৮১ হি: কিতাবুস সামত ও আদাবুল লিসান, মাওসুআতু ইবনু আবীদ দুনিয়া
১৪. বাযযার, আবুবকর আহমাদ ইবনু আমর ২৯২ হি: আল মুসনাদ
১৫. নাসাই, আহমাদ ইবনু শুআইব ৩০৩ হি: আস সুনান, আস সুনানুল কুবরা
১৬. আবু ইয়লা আল-মাউসিলী ৩০৭ হি: আল মুসনাদ
১৭. ইবনু খুযাইমা, আবুবকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ৩১১ হি: আস-সহীহ
১৮. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান ৩৫৪ হি: আস-সহীহ
১৯. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমাদ ৩৬০ হি: আল মুজামুল কাবীর, আল মুজামুল আউসাত, আল মুজামুস সগীর
২০. আলী ইবনু উমার আদ-দারাকুতনী ৩৮৫ হি: আস-সুনান
২১. হাকিম নাইসাপুরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ৩২১-৪০৫ হি: আল-মুসতাদরাক
২২. ইমাম ইবনু হাযম, আলী ইবনু আহমাদ ৪৫৬ হি: আল মুহাল্লা
২৩. বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন ৪৫৮ হি: আস-সুনানুল কুবরা, শু'আবুল ঈমান
২৪. ইবনুল জাউযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনু আলী ৫৯৭ হি: আল-মাউযুআত, আয-যুয়াফা ওয়াল মাতরুকুন
২৫. ইমাম কুরতুবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ৬৭১ হি: আল জামি লি আহকামুল কুরআন

২৬. ইমাম নব্বী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাব ৬৩১-৬৭৬ হি: আল মিনহাজ্জ ফি শারহু সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালাহীন, জামিউস সুন্নাহ, আল মাজমু শারহুল মাহযাব আন নভবী ২০ খন্ড
২৭. ইমাম ইবনু তাইমিয়া, আহমাদ ইবনু আব্দুল হালীম ৬৬১-৭২৮ হি: মাজমু' ফাতাওয়া, মিনহাজ্জ সুন্নাহ
২৮. ইমাম যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ৬৭৩-৭৪৮ হি: মীযানুল ইতিদাল, সিয়রু আলামিন নুবালা, তায়কিরাতুল হুফফায
২৯. ইমাম ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ বিন আবু বকর ৬৯১-৭৫১ হি: যাদুল মা'আদ
৩০. ইমাম ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার ৭০১-৭৭৪ হি: তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া
৩১. হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী ৭৭৩-৮৫২ হি: লিসানুল মিয়ান, ফাতহুল বারী ফী শারহিল বুখারী, তাকরীবুত তাহযীব, তাহযীবুত তাহযীব, তালখীসুল হাবীর, বুলুগুল মারাম।
৩২. ইমাম শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী ১১৭২-১২৫৫ হি: আল ফাওয়ায়েদ আল মাজমুয়া ফিল আহাদিসিল মাওয়ায়াহ, নাইলুল আওতার, তাফসীরে ফাতহুর কাদীর।
৩৩. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন ১৪২০ হি: সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাদ্দিফাহ, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ, ইরওয়ালুল গারীল, তামামুল মিন্নাহ।
৩৪. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন ১৩৪৭-১৪২১ হি: মাজমু' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল-২৬ খন্ড, শারহু মুমতা' আলা যাদুল মুসতাক্বনি ১৫ খন্ড, আল কাওলুল মুফিদ আলা শারহু কিতাবিত তাওহীদ, শারহু আকীদাতুল ওয়াসীতিয়া

৩০। কুরআন ও সুন্নাতের অনুসন্ধান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

হাদীস গ্রন্থ:

[www.shamela.ws]

- ১। বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল: আস-সহীহ
- ২। ফাতহুল বারী ফি শারহিল বুখারী-ইবনে হাজার আসকালানী
- ৩। মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ: আস-সহীহ
- ৪। আল মিনহাজ্জ ফি শারহু সহীহ মুসলিম- ইমাম নভবী
- ৫। আবু দাউদ: আস সুন্নাহ

- ৬। আবু দাউদ: শারহু আওনুল মাবুদ
- ৭। ইবনু মাজাহ: আস সুনান
- ৮। তিরমিযী: জামি তিরমিযী আস সুনান
- ৯। তিরমিযী: শারহু তুওফাতুল আহওয়াযী
- ১০। নাসাঈ: আস সুনান
- ১১। ইবনু খুযাইমা: আস সহীহ
- ১২। ইবনু হিব্বান: আস সহীহ
- ১৩। হাকিম নাইসাপুরী: আল মুসতাদরাক
- ১৪। বাইহাকী: আস সুনানুল কুবরা
- ১৫। রিয়াদুস সালাহীন-ইমাম নভবী
- ১৬। শারহু রিয়াদুস সালাহীন- ইবনে উসাইমীন
- ১৭। তালখীসুল হাবীর
- ১৮। বুলুগুল মারাম
- ১৯। তাওযীহুল আহকাম: শারহুল বুলুগুল মারাম
- ২০। সুবুলুস সালাম: শারহুল বুলুগুল মারাম
- ২১। মাযমাউয যাওয়ায়েদ- হাইসামী ৭৩৫-৮০৭ হি
- ২২। ইরওয়াউল গালীল- আলবানী
- ২৩। সিলসিলাতুল আহাদীসিস যঈফাহ ওয়াল মওয়াহাহ- আলবানী
- ২৪। সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ- আলবানী
- ২৫। উমদাতুল আহকাম মিন কালামি খইরিল আনামী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ফিকুহী গ্রন্থ:

- ১। আল মুহাল্লা- ইবনু হাযম ৪৫৬ হি
- ২। আল মুগনী - ইবনে কুদামা
- ৩। আল মাজমূ- নব্বী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাহ- ২০ খন্ড
- ৪। মাজমূ' ফাতাওয়া- ইমাম ইবনু তাইমিয়া- ৩৭ খন্ড
- ৫। যাদুল মা'আদ- ইমাম ইবনুল কাইয়িম- ৫ খন্ড
- ৬। নাইনুল আওতার- ইমাম শাওকানী
- ৭। মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায-শাইখ আবদুল আযীয বিন বায
- ৮। মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল-মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন
- ৯। শারহুল মুমতা' আলা যাদুল মুসতাক্বনি- মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন-১৫ খন্ড

- ১০। ফিক্‌হুস সুন্নাহ-সান্দিদ সাবিক (তাহক্বীক-তামামুল মিন্নাহ-আলবানী)
 - ১১। সহীহ ফিক্‌হুস সুন্নাহ- আবু মালিক কামাল বিন সান্দিদ সালিম-৪ খন্ড
 - ১২। আল ফিক্‌হ আলাল মাজাহিবিল আরবা'আ
 - ১৩। বিদাআতুল মুজতাহিদ- ইবনে রুশদ
 - ১৪। ফাতাওয়া ইসলামিয়া
 - ১৫। ফাতাওয়া লাজনা আদ দায়িমা
 - ১৬। আল মাওসুআতু ফিক্‌হীয়া কুয়েতীয়া-৪৫ খন্ড
 - ১৭। মাওসু'আতুল ফিক্‌হিল ইসলামী- মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আতুওয়াইজরী
- আক্বীদা:**

- ১। শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসেত্বীয়া- সালিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
- ২। আল কুওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ- সালিহ আল উসাইমিন
- ৩। শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বাহবিয়া- ইবনে আবীল ইয আল হানাফী

তাক্‌সীরুল কুরআন:

- ১। আল জামি লি আহকামুল কুরআন- ইমাম কুরতুবি ৬৭১ হি।
- ২। তাক্‌সীর আল কুরআন আল আযীম -ইমাম ইবনু কাসীর ইসমাঈল ইবনু উমার ৭০১-৭৭৪ হি
- ৩। তাক্‌সীরে ফাতহুল কাদীর- ইমাম শাওকানী ১১৭২-১২৫৫ হি

হাদীসের রাবীদের জীবনী- রিজাল শাস্ত্র: সহীহ, হাসান, যঈফ, জাল নির্ণয়।

- ১। মীযানুল ইতিদাল-ইমাম যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ৬৭৩-৭৪৮ হি
- ২। লিসানুল মিয়ান- হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী ৭৭৩-৮৫২ হি
- ৩। তাকরীবুত তাহযীব- হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী ৭৭৩-৮৫২ হি
- ৪। তাহযীবুত তাহযীব- হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী ৭৭৩-৮৫২ হি

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী:

- ১। হুহীহ সিরাতুন নুবুবিয়াহ -ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ
- ২। আর রাহীকুল মাখতুম- সফিউর রহমান মুবারকপুরী

আরবী অভিধান:

- ১। আল কামুসুল মুহীত্‌- আল ফিরোযাবাদী ৭২৯-৮১৭ হি।
- ২। লিসানুল আরব- ইবনু মানযুর ৬৩০-৭১১।